পর্যালোচনা সভায় বক্তারা

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বিদ্যমান বৈষম্য টিকিয়ে রাখা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

একমুখী, সর্বজনীন, বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হলেও প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে তা স্পষ্ট করা হয়নি। নীতিটি সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারার আলোকে করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও এতে অসংখ্য গোঁজামিল রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য এ নীতিতেও টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন আয়োজিত 'প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ২০০৯: একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

সভার আয়োজক সংস্থার সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি অজয় রায় বলেন, সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষাসহ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রেখে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর করা সম্ভব, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সভায় মূল বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আরেক ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারেক আলী। মূল বক্তব্যে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ এবং এ সময়ে [illegible] নিরূপণ করা, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত, নীতিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করাসহ নয়টি সুপারিশ করা হয়।

আলোচনায় শিক্ষাবিদ রঙলাল সেন বলেন, মধ্যবিত্তরা সাধারণ শিক্ষা, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্ররা মাদ্রাসা বা মক্তবে ও উচ্চবিত্তরা বিদেশ যাওয়ার উপযোগী শিক্ষা নেবে—এ ব্যবস্থা প্রস্তাবিত নীতিতেও টিকিয়ে রাখা হয়েছে। সমাজে বহুধাবিভক্ত শিক্ষাকে একীভূত করার জন্য যা বিবেচ্য, তা এ নীতিতে গুরুত্ব পায়নি।

শিক্ষাবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, খসড়াটিকে চূড়ান্ত বলা হলেও এটি আসলে প্রাথমিক খসড়া। কেননা এ নীতির বক্তব্য ও সুপারিশগুলো স্ববিরোধী। আর শিক্ষানীতিটি নীতি-সংক্রান্ত না হয়ে শিক্ষাব্যবস্থা-সংক্রান্ত নীতিতে পরিণত হয়েছে। এতে নারীবৈষম্য বিলোপের নির্দেশনা নেই।

সভায় বিভিন্ন সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষানীতি নিয়ে সরকারগঠিত কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহীন মাহবুবা কবিরও বক্তব্য দেন।

আমার অধিকার ক্যাম্পেইনের পর্যালোচনা: [illegible] করতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার নির্দেশনা থাকতে হবে।

গতকাল জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে 'আমার অধিকার ক্যাম্পেইন' আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় এ দাবি জানানো হয়।

জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাবিদ আনিসুজ্জামান। এতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। নীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যসচিব একরামুল কবীর বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ক্যাম্পেইনের আহ্বায়ক রোকেয়া কবীর।

বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ: গতকাল বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা সভা করেন।

এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মাজহারুল মান্নান, চৌ[illegible] খুরশীদ আলম, [illegible] কুদ্দুস [illegible]